RAMAKRISHNA MISSION
SHILLONG

Selected Songs for Vocal Music for all groups

Date: 13.08.22 From: 1:30 p.m.

(1)

কীর্তন একতাল

- **পুন্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়**

হরি-রস-মদিরা পিয়ে মম মানস, মাত রে।

(একবার) লুটছ অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে ।।

গভীর নিনাদে হরি নামে গগন ছাও রে

নাচো হরি বলে, দু বাহু তুলে,

হরি নাম বিলাও রে।

হরি-প্রেমানন্দ-রসে অনুদিন ভাস রে,

গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশ রে।।

(2)

ভৈরবী এক তাল

- **অনন্ত লাল বন্দ্যোপাধ্যায়**

আমার মা ত্বং হি তারা
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা মা ত্বং হি তারা।
আমি জানি মা ও দীনদয়াময়ী
মা ত্বং হি তারা।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা
অকুলের প্রাণকর্ত্রী সদা শিবের মনোহরা।
মা ত্বং হি তারা।।
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা, মা ত্বং হি তারা।
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি আদ্যমূলে গো মা,
আছ সর্বঘটে অর্ঘ্যপুটে সাকার আকার নিরাকারা
মা ত্বং হি তারা।।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা
অকুলের প্রাণকর্ত্রী সদা শিবের মনোহরা।
মা ত্বং হি তারা।।

(3)

ঝাঁপতাল

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।।
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা।।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সংগোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল কিনারা।।
কখনো বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা।।

(4)

আশাবরী একতাল

প্রভু ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম তেরা ।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা ।।
দো রোটি, এক লঙ্গোটি তেরে পাস ম্যয় পায়া ।
ভগতি ভাব্ আউর দে নাম তেরা গাঁবা ।।
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা মীরাঁ;
অব্ কি বার দে দীদার মেহর কর ফকীরাঁ ।
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা বারেয়া;
দাস কবীর শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া ।

প্রভু মৈং গুলাম, মৈং গুলাম, মৈং গুলাম তেরা,
তূ দীবান তূ দীবান, তূ দীবান মেরা ।
দো রোটী এক লংগোটী, তেরে পাস মৈং পায়া,
ভগতি ভাব দে ঔর, নাম তেরা গায়া ।
তূ দীবান মেহরবান, নাম তেরা বঢয়া,
দাস কবীর শরণ মেং আয়া, চরণ লাগে তারায়া ।।

(5)

কীর্তন

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি ।
বিবিধ বিলাস রঙ্গ প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতরঙ্গ,
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ নবীন নবীন রূপ ধরি।
(হরি হরি বলে)
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল,
দেশ-কাল, ব্যবধান, ভেদাভেদ ঘুচিল
(আশা পুরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল)
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া
বল রে মন হরি হরি ।

(6)

প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো ।
সমদর্শী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো ॥
এক লোহা পূজা মে রাখত, এক রহত ব্যাধ-ঘর পরো ।
পারস কে মন দ্বিধা নহীं है
দোऊ এক কংচন করো ॥
এক নদিয়া এক নার বহাবত মৈলো নীর ভরো;
জব মিলী দোনোং এক বরণ ভয়ে সুরসরী নাম ভয়ো ॥
এক জীব এক ব্রহ্ম কহাবত সূরদাস ঝগড়ো,
অজ্ঞানী সে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ॥

প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো ।
সমদর্শী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো ।।
ইক লোহা পূজা মে রাখত, ইক রহত ব্যাধ-ঘর পরো,
পারস কে মন দ্বিধা নহী হৈ, দুহু এক কাঞ্চন করো ।।
ইক নদিয়া ইক নার কহাবত মৈলো নীর ভরো;
জব্ মিলি দোনো এক বরণ ভয়ে সুরসুরি নাম পরো।
ইক জীব ইক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ।।

(7)

तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है ।
एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है ।।
सबके मकां दिल का मकीं तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू ।
हरेक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है ।।
क्या मलायक क्या इन्सान, क्या हिन्दू क्या मुसलमान ।
जैसे चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है ।।
काबा में क्या, देवालय में क्या, तेरी परस्तिश होगी सब जाँ ।
आगे तेरे सिर सबने झुकाया, जो कुछ है सो तू ही है ।।
अर्श से लेकर फर्श जमीं तक और जमीं से अर्श वरी तक ।
जहाँ मैं देखा तू ही नजर आया जो कुछ है सो तू ही है ।।
सोचा समझा देखा-भाला, तुम जैसा कोई न ढूंढ़ निकाला ।
अब ये समझ में ' जफर ' के आया, जो कुछ है सो तू ही है ।।

তুঝ্সে হমনে দিল্ কো লগায়া, জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় |

এক তুঝ্কো অপনা পায়া জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় ||

সব্কা মকান দিলকা মকীন তূ, কৌনসা দিল হ্যায় জিসমে নহি তূ |

হরেক দিল মে তূ হী সমায়া , জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় ||

ক্যা মলায়ক, ক্যা ইন্সান, ক্যা হিন্দূ ক্যা মুসলমান |

জ্যায়সে চাহা তুনে বনায়া, জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় ||

কাবা মে ক্যা, দেবল মে ক্যা, তেরী পরস্তিশ হোগী সব জান |

আগে তেরে সর সবনে ঝুকায়া, জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় ||

অর্ষ সে লেকর ফর্ষ জমিন তক ঔর জমিন সে অর্ষ বরী তক্ |

জহা ম্যায় দেখা তূ হী নজর আয়া, জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় ||

সোচা সমাঝা দেখা ভালা,তুম জ্যায়সা কোই ন ঢুংঢ নিকালা |

অব ইয়ে সমঝ মে জ়াফর কে আয়া, জো কূছ্ হ্যায় সো তূ হী হ্যায় ||

(8)

(ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, একতাল)

কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম বলব হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার॥
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার॥
(হায়) কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার॥
মাখি সর্ব অঙ্গে ভক্ত পদ ধূলি কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেম বারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার॥
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

—নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

(9)

কীর্তন একতাল

- ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন।
কিবা, অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন ॥
নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত;
কিবা বিজলি চমকে, সেরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।
হৃদি-কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়-দর্শন।
চিদানন্দ-রসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরগমন ॥